স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
ও
কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জাতি আজ উল্লসিত। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর ইতিহাসের গৌরবময় অংশ হয়ে আছে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। ঐতিহাসিক সংগীতানুষ্ঠান। ১৯৭১ সালের ১ আগস্ট নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে রচিত হলো এক অনন্য ইতিহাস-'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ', যেখানে বাংলাদেশের পক্ষে সুরের ঝংকার তুললেন মানবতাবাদী একদল শিল্পী, যা মুহূর্তেই নাড়িয়ে দেয় গোটা বিশ্বকে। বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে থাকা ঐতিহাসিক সেই সংগীতানুষ্ঠানের ৫০ বছর পূর্তি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর ভূমিকা ছিল পক্ষে-বিপক্ষে, বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন রকম। কিন্তু বিশ্ব মানবতার সহানুভূতি-সমর্থন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে। বাংলার মানুষের ওপর পাকিস্তানিদের নৃশংসতা আর মানবতার বিপর্যয় দেখে অন্য অনেকের মতো প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠেছিল ভারতীয় উপমহাদেশের কিংবদন্তি সেতারবাদক পন্ডিত রবিশংকরের, যাঁর পূর্বপুরুষের ভিটা নড়াইলের কালিয়ায়। তিনি ডাকলেন প্রিয় শিষ্য বিটলস ব্যান্ডের অন্যতম গায়ক জর্জ হ্যারিসনকে। ১৯৬৫ সালে রবিশংকরের কাছে সেতারের তালিম নিয়েছিলেন জর্জ হ্যারিসন। কিন্তু তিন-চার বছর পরই বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে ভালো সেতারবাদক হওয়া সম্ভব নয়। তাই সেতার ছাড়লেন। কিন্তু 'গুরুদক্ষিণা' বাকি থেকে গিয়েছিল। একাত্তরে জর্জ হ্যারিসনের কাছে যেন সেই গুরুদক্ষিণা চাইলেন রবিশংকর। বললেন, বাংলাদেশে যুদ্ধে আক্রান্ত অসহায়দের জন্য কিছু করতেই হবে। দুজনে ঠিক করলেন, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত গড়তে এবং অসহায় মানুষের সহায়তায় তহবিল সংগ্রহের জন্য আয়োজন করা হবে একটি কনসার্ট।

এর পর থেকেই জর্জ হ্যারিসন যোগাযোগ করেন খ্যাতিমান শিল্পী বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন, রিঙ্গো ষ্টার, লিওন রাসেলসহ অন্যদের সঙ্গে, যাঁরা সেই কনসার্টে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন। কনসার্টে রবিশংকরের সঙ্গে ভারতীয়

উপমহাদেশের আরো তিন কিংবদন্তি শিল্পী অংশ নেন। তাঁরা হলেন ওস্তাদ আলী আকবর খান, ওস্তাদ আল্লা রাখা ও কমলা চক্রবর্তী।

বিষয়টি নিয়ে পরে এক সাক্ষাৎকারে জর্জ হ্যারিসন বলেছিলেন, 'প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল রবিশংকরের পরিকল্পনা। তিনি বাংলাদেশের জন্য কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। জানতে চান, আমার কোন পরামর্শ আছে কি না। এরপর আমরা শো করার বিষয়টি নিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত কথা বলি। তার পরই সিদ্ধান্ত নিই, আমি অনুষ্ঠানটি করব। তখন অনেককে একত্র করার চেষ্টা করি। আমাকে কিছু জিনিষ সংগঠিত করতে হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন। পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সফলভাবে এর বাস্তবায়ন পর্যন্ত পুরো আয়োজনটি সম্পন্ন করতে সময় লেগেছিল মাত্র চার সপ্তাহ।'

কনসার্টের দিনটি ছিল রবিবার। সেদিন প্রথমে একটি শো হওয়ার কথা থাকলেও দর্শক-শ্রোতা বেশি হওয়ায় দুটি শো করতে হয়। টিকিট কেটে দুই শোতেই ৪০ হাজারের মতো মানুষ অংশ নেয়। প্রথম শো শুরু হয় দুপুর আড়াইটায়, দ্বিতীয় শো রাত ৮টায়। শুরুতেই দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে রবিশংকর বলেন 'আমরা কোনো রাজনীতি করতে আসিনি, আমরা শিল্পী। আমরা এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুধু একটি বার্তাই পৌছে দিতে সমবেত হয়েছি। আমরা চাই আমাদের সংগীত আপনাদের বাংলাদেশের মানুষের তীব্র বেদনা আর মনোযন্ত্রণা অনুভব করতে সহায়তা করুক।'

কনসার্ট শুরু হয় সেতারবাদক রবিশংকর, সরোদবাদক আলী আকবর খান, তবলাবাদক আল্লা রাখা ও তানপুরাবাদক কমলা চক্রবর্তীর পরিবেশনা দিয়ে। তাঁরা বাংলাদেশের পল্লীগীতির সুরে 'বাংলা ধুন' নামে একটি পরিবেশনা করেন। এরপর একে একে অন্য ব্যান্ড দলের বিখ্যাত শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। সেদিন অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন ২০১৬ সালে নোবেল বিজয়ী জনগণের শিল্পী প্রতিবাদী গানের রাজা বব ডিলান। তিনি গেয়েছিলেন ছয়টি গান। ডিলানের সঙ্গে গিটার বাজিয়েছিলেন জর্জ হ্যারিসন, ব্যাস লিওন রাসেল ও ট্যাম্বুরিন রিঙ্গো স্টার। অনুষ্ঠানে বিটলসের অন্যতম সদস্য রিঙ্গো স্টার, লিওন রাসেল, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন প্রমুখ গান গেয়েছেন, গিটার বাজিয়েছেন।

সেই অনুষ্ঠানে আটটি গান গেয়েছিলেন জর্জ হ্যারিসন। সবার শেষে নিজের লেখা ও সুরে গাইলেন তাঁর কালজয়ী ‘বাংলাদেশ বাংলাদেশ’ গানটি, যেখানে তিনি বলেছেন, ‘বন্ধু আমার এলো একদিন/ চোখ ভরা তার শুধু হাহাকার/ বলল কেবল সহায়তা চাই/ বাঁচাতে হবে যে দেশটাকে তার/ বেদনা যদি বা না-ও থাকে তবু/ জানি আমি, কিছু করতেই হবে/ সকলের কাছে মিনতি জানাই/ আজ আমি তাই/ কয়েকটি প্রাণ এসো না বাঁচাই/ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ.../দেখেছি যেখানে সকলই ধ্বস্ত/কত শত প্রাণ মরে অনিঃশেষ/ দেখিনি এমন বেদনা অশেষ/ তোমরা সবাই দুহাত বাড়াও/আর বুঝে নাও/মানুষগুলোকে সহায়তা দাও/ বাংলাদেশ বাংলাদেশ .../ দেখিনি কখনো এত দুর্যোগ/ দেখছি সেখানে সকলই ধ্বস্ত/ দেখিনি কখনো এত দুর্ভোগ/ দোহাই তোমরা ফিরিও না মুখ/ বলো এই কথা/ মানুষগুলোকে দেব সহায়তা/ বাংলাদেশ বাংলাদেশ.../ মনে হবে সে তো কোন সীমানায়/ আমরা কোথায়/ কী করে বা একে ছুড়ে দিই ফেলে/ এত যে বেদনা রাখি দূরে ঠেলে/ দেবে না তোমরা ক্ষুধিতকে রুটি সামান্য দুটি/ মানুষগুলোকে সহায়তা দাও।’ এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত নির্মাতা ও ‘মুক্তির গান’ চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রাহক লিয়ার লেভিন কালের কণ্ঠকে বলেন, “দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা, যেখানে বিশ্ববিখ্যাত, জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীদের অনেকে সমবেত হয়েছিলেন। এর পেছনে ছিল অসাধারণ একটি উদ্দেশ্য। এ দেশের মানুষও তখন বিষয়টিকে গভীরভাবে অনুভব করেছিল।”

দুটি বেনিফিট কনসার্ট ও অন্যান্য অনুষঙ্গ থেকে পাওয়া অর্থ প্রায় আড়াই লাখ ডলার ইউনিসেফের মাধ্যমে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রকাশিত হয় কনসার্টের লাইভ অ্যালবাম, যা রীতিমতো বিক্রির রেকর্ড গড়ে। একটি বক্স থ্রি রেকর্ড সেট এবং অ্যাপল ফিল্মসের তথ্যচিত্র ১৯৭২ সালে চলচ্চিত্র আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৩ সালে যা বেস্ট অ্যালবাম হিসেবে জিতে নেয় গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড।

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ওস্তাদ আলী আকবর খানের বড় ছেলে ওস্তাদ আশীষ খান বলেন, ‘বাবা বাংলাদেশের কথা বলতেন। খুব ভালোবাসতেন। দেশের জন্য কিছু করার বড় একটি সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। এতে তিনি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে একটি দেশের জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর নামটিও। এটি খুবই গর্বের ব্যাপার।’

কোনো যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মানব সহায়তার উদ্দেশ্যে এটি ছিল বৃহৎ পরিসরে আয়োজিত প্রথম দাতব্য কনসার্ট।

২০০১ সালে জর্জ হ্যারিসন এবং ২০১২ সালে পন্ডিত রবিশংকর পাড়ি জমিয়েছেন অনন্তলোকে। তবে মুক্তিযুদ্ধের এই মহান বন্ধুরা অমর হয়ে থাকবেন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে।

স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো

নির্মলেন্দু গুণ

একটি কবিতা লেখা হবে তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে: ‘কখন আসবে কবি?’

এই শিশুপার্ক সেদিন ছিল না,
এই বৃক্ষে ফুলে শোভিত উদ্যান সেদিন ছিল না,
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবর্ণ বিকেল সেদিন ছিল না।
তা হলে কেমন ছিল সেদিনের সেই বিকেল বেলাটি?
তা হলে কেমন ছিল শিশুপার্কের বেঞ্চে, বৃক্ষে, ফুলের বাগানে
ঢেকে দেয়া এই ঢাকার হৃদয় মাঠখানি?

জানি, সেদিনের সব স্মৃতি মুছে দিতে হয়েছে উদ্যত
কালো হাত। তাই দেখি কবিহীন এই বিমুখ প্রান্তরে আজ

কবির বিরুদ্ধে কবি,
মাঠের বিরুদ্ধে মাঠ,
বিকেলের বিরুদ্ধে বিকেল,
উদ্যানের বিরুদ্ধে উদ্যান,
মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ...।

হে অনাগত শিশু, হে আগামী দিনের কবি,
শিশুপার্কের রঙিন দোলনায় দোল খেতে খেতে তুমি
একদিন সব জানতে পারবে; আমি তোমাদের কথা ভেবে
লিখে রেখে যাচ্ছি সেই শ্রেষ্ঠ বিকেলের গল্প।

সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান,- এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখন্ড অখন্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দূর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।

কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরাণী, নারী বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানীরা দল বেঁধে।
একটি কবিতা পড়া হবে তার জন্য সে কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: ‘কখন আসবে কবি?’ ‘কখন আসবে কবি?’

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল,
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকন্ঠ বাণী?
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর- কবিতাখানি!
‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

সেই থেকে ‘স্বাধীনতা’ শব্দটি আমাদের।